JAN. 5 2001

ভোরের কাগজ

তারিখ ...... ৬......
পৃষ্ঠা ২

প্রাথমিক স্তরের বই নিয়ে জেলায় জেলায় সংকট

চাহিদার তুলনায় বই পৌঁছেছে সামান্য

মানস ঘোষ : চাহিদার চেয়ে অনেক কম সরবরাহ করায় প্রাথমিক স্তরের বিনামূল্যের বই নিয়ে জেলায় জেলায় সংকট দেখা দিয়েছে। জেলা শিক্ষা কর্মকর্তারা নির্ধারিত সময়ের প্রায় দুই মাস পরে পাওয়া স্বল্পসংখ্যক এই নতুন বই নিয়ে বিপাকে পড়েছেন। বিভিন্ন জেলা সূত্রে পাওয়া তথ্যে জানা গেছে, সম্ভাব্য পরিবহন ব্যয়ের বাড়তি কথা চিন্তা করে আপাতত নতুন বইগুলো শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে না।

এদিকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) সূত্রে জানা গেছে, এ পর্যন্ত দেশের ৬৪ জেলায় নতুন ছাপা প্রায় দেড় কোটি বই পাঠানো হয়েছে। এছাড়া আরো প্রায় পৌনে ২ কোটি পুরোনো বই বিভিন্ন জেলায় মজুদ রয়েছে। প্রসঙ্গত, এনসিটিবি বছরের শুরুতে প্রায় সাড়ে ৭ কোটি বইয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে। এর মধ্যে নতুন বই ছিল ৫ কোটি ৬২ লাখ।

● এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

প্রাথমিক স্তরের বই নি

● প্রথম পাতার পর

সূত্রমতে, ইতিমধ্যে সরবরাহ করা দেড় কোটি নতুন বইয়ের মধ্যে বেক্সিমকোর দুটি প্রতিষ্ঠান শুকতারা ও ফ্রি প্রেস থেকে পাওয়া গেছে মাত্র ১৪ লাখ। অথচ এই দুটি প্রতিষ্ঠানকে এনসিটিবি প্রায় ৪ কোটি বই ছাপার দায়িত্ব দেয়। সূত্র জানায়, বেক্সিমকোর প্রতিষ্ঠান দুটি গতকাল বৃহস্পতিবার পর্যন্ত মাত্র দেড় কোটি বইয়ের কাগজ উত্তোলন করেছে। সরবরাহকৃত বাকি প্রায় ১ কোটি ৩৬ লাখ নতুন বই পাওয়া গেছে ১০৫টি প্রেস থেকে। এই প্রেসগুলো ১ কোটি ৫৫ লাখ বই ছাপার দায়িত্ব পেয়েছিল।

এনসিটিবি সূত্র আরো জানিয়েছে ১০৫টি প্রেস কাজ পেয়েছিল প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বইয়ের। তাই এ দুটি শ্রেণীর বই সংকট তুলনামূলকভাবে কম। কিন্তু তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীর প্রায় সব বইয়ের ছাপার দায়িত্ব বেক্সিমকোর হাতে থাকায় ঐ বইগুলো নিয়ে তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে।

এনসিটিবি এখন পর্যন্ত পুরোনো বইগুলোর জন্য ডিউপার্ট (সংশোধিত কপি) সরবরাহ না করায় এই বইগুলো বিতরণ করা হচ্ছে না। প্রসঙ্গত, প্রাথমিক স্তরের সকল শ্রেণীর বাংলা, ইংরেজি, পরিবেশ বিজ্ঞানসহ কয়েকটি বইয়ে ব্যাপক সংশোধন করায়, পুরোনো মজুদ এবং গত বছরের বই পুনর্ব্যবহারের জন্য সংশোধিত কপি সরবরাহের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এনসিটিবি সূত্রে জানা গেছে চলতি মাসের মধ্যে প্রায় পৌনে ২ কোটি সংশোধিত বইয়ের জন্য ডিউপার্ট মুদ্রণের কাজ এগিয়ে চলেছে।

আমাদের বগুড়া প্রতিনিধি জানিয়েছেন, বইশূন্য অবস্থাতেই বগুড়ার সকল স্তরের বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা চলতি শিক্ষা বছর শুরু করেছে। মাধ্যমিক স্তরের তো বটেই প্রাথমিক স্তরের সকল শিক্ষার্থীর হাতেও চলতি মাসে বোর্ডের বই পৌঁছার সম্ভাবনা ক্ষীণ। কারণ বগুড়ার প্রাথমিক স্তরের বইয়ের মোট চাহিদার প্রায় তিন-চতুর্থাংশই এখন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার দপ্তরে এসে পৌঁছেনি।

এই অবস্থায় সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীর পাশাপাশি তাদের অভিভাবকরাও দারুণ উৎকণ্ঠার মধ্যে পড়েছেন। একই কারণে শিক্ষকগণ তাদের পাঠদান কার্যক্রম পুরোদমে শুরু করতে পারছেন না।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, বগুড়ায় চলতি বছর প্রাথমিক স্তরের মোট বইয়ের প্রয়োজন ১১ লাখ ৮১ হাজার ৬৭০ টি। এ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে ৩ লাখ ৬৪ হাজার ৭৬১টি বই।

সূত্রমতে, জেলায় প্রথম শ্রেণীর জন্য মোট ১ লাখ ৩ হাজার ৪৬৬ সেট বই প্রয়োজন। ইংরেজি বই চাহিদা মতোই এসেছে। অংক বই এসেছে ১ লাখ ২ হাজার ৯৬৩ টি। আর বাংলা বই এসেছে ৪৯ হাজার ২১০টি। দ্বিতীয় শ্রেণীতে [illegible] হাজার ১১৬ সেট বইয়ের চাহিদা থাক[illegible] অংক বই একটিও আসেনি। বাংলা [illegible] এসেছে ৪২ হাজার ১১৬টি এবং ইংরে[illegible] বই এসেছে ১৬ হাজার ৭০৬ টি।

তৃতীয় শ্রেণীতে ৪১ হাজার ২৫৫ সে[illegible] বইয়ের চাহিদা থাকলেও একটি বই [illegible] আসেনি। তেমনি ভাবে পঞ্চম শ্রেণী[illegible] একটিও বই আসেনি। এই শ্রেণীতে চাহিদা রয়েছে ২৭ হাজার ৯০৩ সেট বই। চতুর্থ শ্রেণীতে ৩৭ হাজার ২১০ সেট বইয়ের চাহিদা থাকলেও শুধুমাত্র হিন্দু ধর্ম শিক্ষা বই এসেছে ৩ হাজার ২৫০টি।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জানান, এ পর্যন্ত যে বই পাওয়া গেছে, তা উপজেলা অফিসগুলোতে পাঠানো হয়েছে। তবে এখনো শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ শুরু হয়নি। সারিয়াকান্দি উপজেলা শিক্ষা অফিসের একজন কর্মচারী জানান, প্রকৃতপক্ষে চাহিদামতো বই না পৌঁছা পর্যন্ত বই পরিবর্তন খরচসহ বিভিন্ন কারণে বই বিতরণ সম্ভব হয়ে উঠবে না।

আমাদের বরিশাল প্রতিনিধি জানিয়েছেন, পাঠ্যবই ছাড়াই জেলায় ৪ লাখেরও বেশি শিক্ষার্থীর নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়েছে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তর কবে নাগাদ সব বই পৌঁছবে তার নিশ্চয়তা দিতে পারছে না। সূত্র জানিয়েছেন, প্রাথমিক স্তরে ৩০ লাখ বইয়ের প্রয়োজন হলেও এখন পর্যন্ত পৌঁছেছে সাড়ে ১০ লাখ বই। বইগুলো বিতরণও করা হয়নি।